মেহেরপুরের আমঝুপিতে মহিলাসহ দুইজনকে পিটিয়ে জখম, থানায় মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে রোজিনা খাতুন ও মনিরুল ইসলাম নামের দুজনকে বেধড়ক মারপিট করার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ২০ অক্টোবর রাতে রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় আসামি করা হয়েছে, আমঝুপি উত্তরপাড়ার আব্দুল লতিফ, তার ছেলে মেহেদী হাসান ও আমির হাসান হিমেলকে। মামলায় অজ্ঞাত আরও ১০/১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী রোজিনা খাতুন এজাহারে উল্লেখ করেন, আসামিদের সাথে জমিজমার বিষয় নিয়ে পূর্ব হইতে বিরোধ চলে আসছে। আসামিরা প্রতিনিয়ত তাদের বিভিন্নভাবে হেও প্রতিপন্নসহ খুন-জখমের হুমকি প্রদান করিয়া আসিতেছে। জমিজমা সংক্রান্তে আসামিদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর আদালতে মামলা দায়ের করলে আদালত ১৪৫ ধারা জারি করিয়া স্ব-স্বস্থানে থাকার জন্য উভয়পক্ষকে নোটিশ প্রদান করে। আসামিরা আদালতের আদেশ অমান্য করে গত ২০ অক্টোবর দুপুরের দিকে তাদের ভাড়াকরা গুন্ডা বাহিনী নিয়ে বাদীর দখলীয় জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে জোর পূর্বক বাড়ী নির্মাণ করতে যায়। এসময় বাদী বাধা প্রদান করলে আসামিরা একত্রে বাদীকে উদ্দেশ্যে করিয়া বিভিন্ন রকম খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে। বাদী আসামিদেরকে গালিগালাজ করিতে নিষেধ করলে আসামি মেহেদী হাসান মারতে হুকুম দিলে আসামি আমির হাসান দৌড়ে এসে আমাকে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারতে থাকে এবং আমার মাথার চুল চেপে ধরে মাটিতে টানাহেচড়া করে নিয়ে বেড়ায় ও আমার পরনের কাপড়-চোপড় বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানী করে। তখন আমার চিৎকারে আমার দেবর মনিরুল ইসলাম চঞ্চল আমাকে উদ্ধার করতে যায়।

এসময় আসামি আমির হাসান হিমেল ও আব্দুল লতিফ বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করিয়া শরীরের বিভিন্নস্থোনে আঘাত করে জখম করে। ওই আঘাতের ফলে আমি মাটিতে পড়ে গেলে আসামী মেহেদী হাসান তার হাতে থাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথা বরাবর আঘাত করতে গেলে আমি আমার মাথা সরিয়ে নিলে আমার ডান চোখের উপরে লেগে আমার

চোখ অন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। আমাদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে আসামিরা পালিয়ে যায় এবং আমাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে।

দর্শনায় আলী মুনছুর বাবুসহ ৬৯ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা

দামুড়হুদার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাব, কেরু এ্যান্ড কোম্পানির সিবিএ নেতা সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ ছেলে সৌমিক হাসান রুপমসহ ৬৯ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধায় দর্শনা পরানপুর গ্রামের মসজিদপাড়ার জহির উদ্দীনের ছেলে রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে দর্শনা থানায় ৬৯ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ৮০/৯০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

মামলাসুত্রে জানাগেছে, গত ০৭-১২-২২ সালে স্বৈরাচার আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দর্শনা পরানপুর মসজিদপাড়ায় আমার বাস ভবনের সামনে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। আমি একজন সাধারণ নাগরিক। গত ০৭/১২/২০২২ ইং তারিখে সন্ধা আনুমানিক ৭টার দিকে আমার নিজ বাড়ী ১নং আসামীর নির্দেশে এবং হুকুমে ২নং ও ৩নং আসামী আমাকে হত্যার উদ্দেশ্য আমার বাড়ীতে আসামীদের হাতে থাকা আগ্নেয়াঅস্ত্র দিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষন করে এবং বেশ কয়েকটি ককটেল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমার বাড়ীতে থাকা নগদ ৭০হাজার টাকা এবং আমার স্ত্রীর ব্যবহার করা দুই ভরি পরিমাণ স্বর্ণের গলার চেইন ও হাতের বালা ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং আমার স্ত্রীকে মারধর করে। সেই সময় আমার জীবন রক্ষার্থে আমার বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীদের হাতে থাকা আগ্নেয়াঅস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র রামদা, চাপাতি, দিয়ে আমাকে ধাওয়া করে আমি কিছু দূর পালিয়ে যাওয়া অবস্থায় পড়ে যায়।

পরে সন্ত্রাসীরা আমাকে ধরে ফেলে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্য ১নং আসামীর বাস ভবনে নিয়ে শারিরিকভাবে নির্যাতন করে এবং অমানুষিক ভাবে রাতভর নির্যাতন করতে থাকে। নির্যাতনের কারণে আমি অজ্ঞান হয়ে যায় এরপর আমার জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমার ডান ‘পা’ ভেঙ্গে গেছে। এবং ১নং আসামীর বাস ভবনে আমার পরিবারের লোকজন আমাকে উদ্ধার করতে গেলে আসামীরা পা ভাঙ্গা অবস্থায় আমাকে ০৮/১২/২০২২ তারিখ সকালে দর্শনা থানায় পুলিশের কাছে দেয় এবং পুলিশ আমাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে সোপর্দ করে। দীর্ঘদিন যাবৎ কারা ভোগ করি। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হয়রানি, নির্যাতন ও জীবন নাশের হুমকি ও আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতার কারণে আমি এজহার ও মামলা করিতে সাহস পায়নি।আজ ২৭ আগষ্ট মঙ্গলবার সন্ধায় দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করি।

মামলার এজাহার ভুক্ত আসামীরা হলেন- দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, ফারুক হোসেন, মোঃ মুন, আব্দুল হান্নান ছোট, মোঃ মিঠু, মোঃ রাসেল (৩৫), অপু (৩৫), জয়নাল আবেদীন নফর (৪৭), মোঃ মাসুদুর (৬০), মোঃ মোটা সাইদ (৪৫), মোঃ মিল্লাত (৩৫), শরিফুল ইসলাম (৩৫), মোঃ দাউদ (৩৫), মোঃ ডালিম (৪০), খাইরুল (৪০), পিতাঃ হাশেম, সাং- ঈশ্বরচন্দ্রপুর, ১৬। মোঃ রাশেদ (৪০), পিতাঃ আমির, সাং- ঈশ্বরচন্দ্রপুর, ১৭। লাল্টু (৪২), পিতাঃ মৃত লুৎফর রহমান, সাং ইসলাম বাজার, ১৮। মোঃ সৌমিক হাসান রুপম (৩৭), পিতাঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ, সাং- কেরু মিল পাড়া, ১৯। মোঃ জুয়েল (৩৮), পিতাঃ দুলাল, সাং- ইসলাম বাজার, ২০। মোঃ শরীফ (৫০), পিতাঃ কালু কসাই, সাং- চটকাতলা, ২১। আব্দুল জলিল (৫৫), পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং- দর্শনা, আজমপুর, ২২। মোঃ রানা (৩০), পিতাঃ আমির হোসেন, সাং- মোবারক পাড়া, ২৩। মোঃ আক্তার (৩০), পিতাঃ মৃত হানিফ, সাং- মোবারক পাড়া, ২৪। মোঃ আশিক (২৮), পিতাঃ ইমারত, সাং- মোবারক পাড়া, ২৫। মোঃ মারুফ বিল্লাল (জিসান (২৫), পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং- মোবারক পাড়া, ২৬। মোঃ ইকবাল (৫৫), পিতাঃ জমির, সাং- মেমনগর, ২৭। মোঃ নোমান (৪২), পিতাঃ মৃত ডাবি, সাং- রামনগর, ২৮। মোঃ রেজাউল (৩২), পিতাঃ খেদের সাং- রামনগর, ২৯। মোঃ পিয়াস (২০),পিতা অজ্ঞাত সর্বসাং- মোবারকপাড়া, ৩০। পিকু (২০), পিতাঃ মনু সর্দার, সাং- রামনগর, ৩১। মোঃ আব্দুল মান্নান (৫০), পিতাঃ আমির হোসেন, সাং- মোবারকপাড়া, ৩২। মোঃ শেখ আসলাম তোতা (৫০), পিতাঃ মৃত করিম, সাং- মোবারকপাড়া, ৩৩। মোঃ সানি (২৮), পিতাঃ ইজা, সাং- পরানপুর,
৩৪। মোঃ জাকারিয়া আলম (৫৫), পিতাঃ আনোয়ার হোসেন, সাং- পুরাতন

চুয়াডাঙ্গা।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত শফিউল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন এ বিষয়ে দর্শনা থানায় একটি এজহার দাখিল হয়েছে।

ঝিনাইদহে জামায়াত কর্মী হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা

ঝিনাইদহে ২০১৩ সালে জামায়াত কর্মী আব্দুস ছালাম হত্যার ঘটনায় ৭২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ২০০ জনকে আসামী করে থানায় মামলা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার নিহতের শ্বশুর আবু বকর সিদ্দিক বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলাটি দায়ের করে। মামলা নাম্বার ৩০।ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম অপু, তাহজীব আলম সিদ্দিকি সমী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে এম রশিদুল আলম রশিদ, ডিএসবির সাবেক ওয়াচার মুরাদসহ ৭২ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও অজ্ঞাত দেড়’শ দুইশ জনকে আসামী করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ইসলাম বিদ্বেষী ব্লগারের কটুক্তি ও সুইডেনে কোরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে ওলামা মাশায়েখের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে তাদের উপর হামলা করা হয়। হামলা চালিয়ে জামায়াত কর্মী ও মাদ্রাসা শিক্ষক আব্দুস ছালামকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

কোটচাঁদপুর প্রেমিকার পিতার দায়ের কোপে প্রেমিক তুষার আহত, থানায় মামলা

প্রেমিকার পিতার দায়ের কোপে কলেজ ছাত্র প্রেমিক তুষার আহত হওয়ার ঘটনায় রবিবার মামলা হয়েছে কোটচাঁদপুর থানায়। তবে মামলা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। এদিকে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন ওই ছাত্রের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছেন তাঁর স্বজনরা।

তুষারের মা রেহানা খাতুন বলেন,আলোকদিয়া গ্রামের বকুল হোসেনের মেয়ে উর্মির সঙ্গে আমার ছেলের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। তারা এক সঙ্গে লেখা পড়াও করেছেন ছোট থেকে।

গত শুক্রবার রাতে বকুল তাঁর মেয়েকে দিয়ে মোবাইল করে আমার ছেলেকে ডেকে নিয়ে যান বাড়িতে । এরপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা আমার ছেলেকে ধারালো দা দিয়ে সারা শরীলে কোপ দেন। এতে করে সে গুরুতর আহত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে প্রতিবেশীদের সহায়তায় তুষারকে প্রথমে কোটচাঁদপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।পরে যশোর হাসপাতালে। ওখানে ডাক্তাররা তাকে দেখে ঢাকায় রেফার্ড করেন। বর্তমানে আমার ছেলে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তবে তাঁর অবস্থা ভালো না।

তিনি বলেন,তাদের উদ্যেশ ছিল আমার ছেলে কে মেরে ফেলার। আমি ওই ঘটনায় জড়িত সকলের বিচার চাই। বিষয়টি নিয়ে রবিবার সকালে কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। ওই ঘটনায় থানায় মামলা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে।

এদিকে ঘটনার পর থেকে বকুল ও তাঁর পরিবারের কাউকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীর পরিবার।
এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন, আলোকদিয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলীমুল ইসলাম। তবে ওই কর্মকর্তা জানেন না ওই মামলার তদন্তকারী তিনি। আলীমুল ইসলাম বলেন,মামলা হয়েছে কিনা আমার জানা নাই। তবে ওসি স্যার যেহেতু বলেছেন, সেহেতু মামলা হতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত

দামুড়হুদায় এক রাতে দুইটা গরু চুরি: থানায় মামলা, গ্রেফতার ৫

দামুড়হুদা উপজেলার চারুলিয়া গ্রাম থেকে একই রাতে দুই কৃষকের গোয়াল ঘর থেকে দুইটা গরু চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। এতে কৃষকদের আর্তনাদে এলাকার আকাশ বাতাস ভাড়ি হয়ে উঠেছে।

গত শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মামুন থানায় এজাহার দায়ের করে। চুরির ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেফতার করে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

এজাহার সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অন্তর্গত চারুলিয়া পুলিশ ক্যাম্প এলাকার চারুলিয়া মাদ্রাসা পাড়ার মোঃ রওশন আলী’র ছেলে কৃষক মোঃ মামুন (৪০) এর গোয়াল ঘর থেকে ১টি লাল রঙের বকনা গরু (যার আনুমানিক বাজার মূল্য একলক্ষ টাকা) ও একই গ্রামের মৃত বাবু হোসেন এর ছেলে মোঃ লাল চাঁদ (৩০) এর গোয়ালঘর হতে ১টি কালো রঙের ষাঁড় গরু (যার আনুমানিক বাজার মূল্য নব্বই হাজার টাকা) চোরেরদল দিবাগত শুক্রবার গভীর রাতে চুরি করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মামুন দামুড়হুদা মডেল থানায় হাজির হয়ে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানার মহাজনপুর (খাপাড়া) গ্রামের মৃত সুন্নত আলী শেখ এর ছেলে মোঃ সেন্টু (৪৫), এবং দামুড়হুদা উপজেলার চারুলিয়া গ্রামের মোঃ কিনু খাঁ এর ছেলে মোঃ মেহের আলী (৩৫), মৃত: হায়াত আলী এর ছেলে মোঃ কছিম উদ্দিন (৩৭), মৃত বাবুল আক্তার এর ছেলে মোঃ মানিক (৪৫) এবং আব্দুর রশিদ এর ছেলে মোঃ শাহিন (৪০) এর বিরুদ্ধে একটি এজাহার দায়ের করেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায় আসামী গন সকালে চুরির বিষয় স্বীকার করে এবং ৭০ হাজার টাকায় মীমাংসার চেষ্টা করে। ভুক্তভোগী মামুন ও লালচাঁদ তাদের সহিত কোন আপোষ করেনা এবং গরু চোরদের বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেন। গ্রেফতার কৃত আসামীগন বর্তমানে দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে আছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, গরু চুরির ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ আসামিদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ঝিনাইদহে সামাজিক বিরোধের জেরে পিটিয়ে জখম, থানায় মামলা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সুরাট ইউনিয়নের সামাজিক বিরোধের জেরে ঝিনাইদহ শহরে একা পেয়ে মোঃ শাকিল হোসেন (২৩) কে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষরা।

এ ব্যাপারে আহতের ভাই বাদি হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ৭/৮ জন অজ্ঞাত নামাকে আসামী করে ঝিনাইদহ সদর থানায় এজাহার দায়ে করেছেন।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শহরের প্রিন্স হাসপাতালে পশ্চিম পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর এই ঘটনা ঘটে।

এ ব্যাপারে ভিকটিমের ভাই সদর উপজেলার লাউদিয়া গ্রামের আবু জাফর লস্করের ছেলে গোলাম কিবরিয়া লস্কর বাদি হয়ে সুরাট ইউনিয়নের পূর্ব কৃষ্ণপুর গ্রামের মো: আশরাফ হোসেন (৪৪), পিতা- লোকমান মন্ডল ও কল্যানপুর গ্রামের এনামূল (৩৮), পিতা-ইব্রাহিম, নাজমুল (২৮), পিতা- শহিদুল ইসলাম, আশিক (৩০), পিতা-মকলেছসহ অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জনের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দায়ের করেণ। গোলাম কিবরিয়া লস্কর এজাহারে উল্লেখ করেন ১০ ফেব্রুয়ারী সকালে আমার আপন ভাই মোঃ শাকিল হোসেন (২৩) ও বাকের আলী (৪২) ও সাইফুল (৩২), পিতা- শহিদুল ইসলাম ঝিনাইদহ শহর হতে বাজার সওদা করে জনৈক মিলন হোসেন এর ভ্যান যোগে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা করে সকাল অনুমান সাড়ে ১১ সময় ঝিনাইদহ হামদহ প্রিন্স হাসপাতালের পশ্চিম পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর পৌছানো মাত্রই সামাজিক বিরোধের কারনে পূর্ব থেকে রাস্তার পার্শ্বে ওৎ পেতে থাকা উল্লেখিত আসামীগন সহ অজ্ঞাতনামা আসামী পরিকল্পিতভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে হাতে দেশীয় তৈরী মারাত্নক অস্ত্র-শস্ত্র সহকারে আমার ভাই ও তার সঙ্গে থাকা বারেক আলী এবং সাইফুলকে গতিরোধ করে।

তখন অবস্থার বেগতিক দেখে আমার ভাই শাকিল ভ্যানের উপর থেকে নেমে দৌড় দিলে আসামীরা পিছন ধাওয়া করে পুলিশ লাইনপাড়স্থ জনৈক হাফিজ উকিল এর বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর আমার ভাই শাকিলকে ধরে ফেলে ১নং আসামী আশরাফ হোসেন খুন করার হুকুম দিয়ে সে নিজে তার হাতে থাকা থাকা ধারালো রাম-দা দিয়ে খুনের উদ্দেশ্যে আমার ভাই সাকিল এর মাথা লক্ষ্য করে সজোরে কোপ মারে। মাথা নিচু করে ডান দিয়ে সরিয়ে নিলে কোপটি আমার ভাই শাকিলের বাম কাধের উপর লেগে গুরুতর জখম হয়। এভাবে সকল আসামী ধারালো চাপাতী, লাঠি ও লোহার রড দিয়ে খুনের উদ্দেশ্যে মাথার উপরে এলোপাথাড়ী কোপ মেরে কাটা রক্তাক্ত জখম করে। এভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত জখম করে। তখন তার সঙ্গে থাকা, বাকের আলীম সাইফুল ও ভ্যান চালক মিলন হোসেন ঠেকাতে গেলে আসামীরা তাদেরকেও মারপিট করে জখম করে। এছাড়াও এজাহারে আরও উল্লেক করেন, আসামী এনামূল তার জখমী ভাইয়ের গলা থেকে ৮ আনা ওজনের একটি স্বর্নের চেইন ও কিছু নগদ টাকা নিয়ে নেয়। আহতদের ডাক চিৎকারে অনেকেই ছুটে এলে আসামীরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আহত শাকিল কে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে। এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

এ ঘটনায় সুরাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আশরাফ হোসেন বলেন আমি এই ঘটনার কিছুই জানিনা, এসব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। এবিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীন উদ্দিন জানান এব্যাপারে একটি অভিযোগ পেয়েছি, আমারা তদন্দ করে ব্যবস্থা নিবো।

দর্শনায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগে থানায় মামলা, সাংবাদিক সম্মেলন

দর্শনা শৈলমারী গ্রামে এক স্বামীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তার স্ত্রীর। এ অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারের নামে ডাকা হয় দর্শনা থানায়। এসময় বাদি-বিবাদি সহ গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গকে নিয়ে থানায়

হাজির হলে বিবাদি সাহেব আলীকে ধরে থানা কাষ্টরিতে আটকে রাখা হয়। এদিকে বিচার-সালিশের নামে থানায় ডেকে বিবাদিকে আটকে দেওয়ার ঘটনায় দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দর্শনা থানাধীন শৈলমারী গ্রামের মাঝপাড়ার মৃত আকবার আলীর ছেলে মিজানুর রহমান দর্শনা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগে বলেন, আমার ছেলে মো: সাহেব আলীর স্ত্রী মোছা: সহিদা ওরফে নূপূরের সহিত সংসার করাকালে বিগত ৪/৫ মাস পূর্বে অন্যথায় পরকীয়ায় লিপ্ত হয়।

এ পরকিয়ার ঘটনা নিয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিষয়টি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আপোষ মিমাংসা করা হয়। এ আপোষ-মিমাংসার পরেও আমার ছেলের স্ত্রী সহিদা ওরফে নুপুর পূণরায় পরকীয়ায় লিপ্ত হয় এবং ঘটনা সম্পর্কে আমার ছেলে অবগত হওয়ার পর তার স্ত্রীকে মারধর করে।

উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার ছেলের স্ত্রী সহিদা ওরফে নুপুর কয়েকদিন পূর্বে আমার ছেলে সাহেব আলীর নামে দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করে। এ অভিযোগের তদন্তভার দর্শনা থানার এস,আই নিতিশ কুমারের উপর।

এঘটনায় গত ২১ আগষ্ট সোমবার দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার উক্ত ঘটনা মিমাংসার জন্য বিকাল সাড়ে ৫ টায় আমার ছেলে ও তার স্ত্রী মোছা: সহিদা ওরফে নুপুরকে দর্শনা থানায় হাজির হতে বলে। পরবর্তীতে আমি সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় দর্শনা থানায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে থানার কারাগার বন্দি করে রাখে।

এ আপোষ-মিমাংসায় আমি সহ উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়ন আ.লীগ সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহব্বায়ক ও দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি জামাল উদ্দিন, দর্শনা ট্রাক ও ট্রাংকলরী শাখার সভাপতি ইস্রাফিল হোসেন হাবলু, বেগমপুর ইউনিয়ন আ.লীগ সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর আলম, মোবারক হোসেন (ড্রাইভার), আলমঙ্গীর হোসেন সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

তিনি আরও বলেন, সালীসের নামে থানায় ডাকিয়া আনিয়া দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার যে কর্মকান্ড ঘটইয়াছে তাহা অপমান জনক ও ক্ষমতার

অপব্যবহার বলে মনে করি এবং উক্ত ঘটনায় আমি সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের সম্মানের হানী ঘটে।

এবিষয়ে দর্শনা থানার এসআই নীতিশ কুমার বলেন, সালিস বৈঠকের নামে কাউকে ডাকা হয়নি। তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করলে তাকে আটক করা হয়। দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা বলেন, তার স্ত্রীকে মেরে হাত ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনায় তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। যা গতকাল সোমবার সন্ধা ৬ টা ৩৫ মিনিটে মামলা রেকর্ড হয়েছে।

আলমডাঙ্গার সমাজসেবা কর্মকর্তাকে মারপিটের ঘটনায় থানায় মামলা

আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইনকে মারপিটের ঘটনায় একই দপ্তরের কর্মরত উচ্চমান সহকারী (হিসাব রক্ষক) মনিরুজ্জামানকে আসামীকে করে মামলা দায়ের করেছেন।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টায় আলমডাঙ্গা থানায় এ মামলা দায়ের করেন সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইন। এর আগে উপজেলার সকল কর্মকর্তাদের উদ্যোগে সকাল ১০ টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার কক্ষে জরুরী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মামলার বিষয়ে নিশ্চিত করেন আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ।

জানাগেছে, গত রবিবার দুপুর সাড়ে ৩ টার দিকে উচ্চ সহকারী (হিসাব রক্ষক) মনিরুজ্জামানকে জেলা সমাজ সেবা অধিদফতর (ডিজি) বরাবর চিঠি তৈরি করতে নির্দেশ দেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার নাজমুল হুসাইন। চিঠিতে একাধিক ভুল থাকায় তাকে পূণরায় সংশোধন করতে বলায় মনিরুজ্জামান তার উপর আক্রমণ করেন।

এসময় ক্ষিপ্ত হয়ে কর্মকর্তাকে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করে। এতে

[redacted]

[redacted]

---

# [redacted]

[redacted]

ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে যায়। পরে সেখানেই বলাৎকার করে শিশুটিকে। এসময় রাহুল গোপনে ধর্ষণের চিত্র ভিডিও ধারণ করে। এদিকে ধর্ষণের পরপরই শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার মা স্থানীয় ডাক্তারের কাছ থেকে জ্বরের ওষধ কিনে খাওয়ান। পরে রাহুল তার কাছে থাকা ছবি এবং ভিডিও শিশুটির মায়ের কাছে দেই। পরে বিষয়টি ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় স্থানীয় দালালদের অপতৎপরতা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ঘটনার দিন শিশুটির মা থানায় মামলা দেবে বলে এসেছিলেন। পরে আমার নারী পুলিশ দিয়ে ঘটনার বিবরণ শুনে তাকে মামলা করার জন্য বলি। মামলা লিখেও নেন তিনি। কিন্তু পরে মামলার কাগজপত্রসহ নিয়ে চলে যায়। থানায় আর আসেননি। আজ শুক্রবার আবারও এসেছেন। আমি তার মামলাটি গ্রহণ করেছি। আসামি গ্রেফতারে জোর তৎপরতা চলছে।

শিশুটিকে বৎকারের ভিডিও এবং ছবি ছড়িয়ে পড়লে তাকে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে এলাকাবাসি সোচ্ছার হয়ে উঠেছে।

কোটচাঁদপুরে চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্রীকে ধর্ষনের অভিযোগে থানায় মামলা আটক ১

চতুর্থ শ্রেনীর এক ছাত্রীকে ধর্ষনের অভিযোগে হাবিল উদ্দিন (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। গতকাল রবিবার রাতে উপজেলার তালিনা গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়।

ওই ছাত্রীর মা বলেন,হাবিল উদ্দিন আমার ননদের স্বামী। সে আমাদের কেনা জমিতেই ৪/৫ বছর ধরে থাকেন। রবিবার আসরের আযানের সময় তাঁর সঙ্গে মেয়েকে ঘাস কাটতে পাঠিয়ে ছিলাম।

সন্ধ্যার লাগার সময় সে অসুস্থ্য অবস্থায় ফিরে আসে। বলে ওই দুর্ঘটনার কথা। এ সময় আমি আমার স্বামীকে বিষয়টি জানায়। এরমধ্যে সে ফোন বন্ধ করে পালানোর চেষ্টা করেন।

তবে বেশ সময় এলাকায় খোঁজা খুজির পর তাকে পাওয়া যায়। এ সময় তাকে ধরে রেখে পুলিশে খবর দেয়া হয়। ওই মেয়ে তালিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেনীর ছাত্রী। অভিযুক্ত হাবিল উদ্দিন সম্পর্কে ওই মেয়ের ফুফা হন বলে জানা গেছে। সে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চন্ডীপুর গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে।

আজ সোমবার ওই মেয়ের পিতা বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেছেন। মামলা নাম্বার -৩,তারিখঃ ২৪-০৪-২৩।
খবর পেয়ে ধর্ষক হাবিল উদ্দিন ও ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন বলে নিশ্চিত করেছেন,কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজিবুল ইসলাম।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমন কুমার ঘোষ বলেন,পুলিশ তাদেরকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। এ সময় ছেলেটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। আর মেয়েটিকে দেখে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। কারন হিসেবে তিনি বলেন,এ ধরনের ঘটনায় যে সাপোর্ট দরকার, তা আমাদের এখানে নাই। এ জন্য রেফার্ড করা হয়।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর তালসার পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মোঃ আজগর আলী বলেন,ধর্ষনের ঘটনায় মেয়ের পিতা বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেছেন। মেয়েটিকে ডাক্তারি পরিক্ষা ও আসামি ২২ ধারা করনোর জন্য ঝিনাইদহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।